Department of History
Ramsaday College
Amta, Howrah

Semester- IV (HISH) CC-9

Prepared by- Rittik Biswas

©rittik biswas

History (Hons)

CC-9

History of India (c1526-1605)

Unit- IV

Expansion and Integration

a. Incorporation of Rajputs and other indigenous groups in Mughal nobility

©rittik biswas

মুঘল ও রাজপুত সম্পর্ক

এদেশে রাজপুত জাতির অভ্যুত্থান ঘটে মুসলমান আক্রমণের প্রাক্কালে । যোদ্ধাশক্তি হিসেবে রাজপুত জাতির ঐতিহ্য ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে খুবই প্রাচীন । সাহসী যোদ্ধা , কষ্টসহিষ্ণু ও দেশপ্রেমিক হিসেবে তারা ধীরে ধীরে ভারতবাসীর মনে একটা নির্দিষ্ট আসন করে নিয়েছে। তুর্কো - আফগান আধিপত্যের যুগে ভারতের অভ্যন্তর থেকে সবচেয়ে বড় বাধা আসে এই রাজপুতদের তরফ থেকেই । সুলতানি আমলে আঞ্চলিক শাসকদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শক্তির সম্পর্ক নানা চড়াই - উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। সুলতানরা সব সময় রাজপুত ও অনান্য স্থানীয় রাজাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হাস করার চেষ্টা করতেন । মুঘলরা যখন ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা করে তখনও এদেশের রাজনীতিতে রাজপুতদের প্রতিবাদী ভূমিকা নিঃশেষ হয়ে যায় নি । বাবর ভারতবর্ষ আক্রমণের প্রাক্কালে তৎকালীন রাজস্থানের শ্রেষ্ঠ রাজা মেবারের রানা সংগ্রামের শৌর্য বীর্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন । বাবর নিজেই তার আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন যে, “ গুজরাট , মালব , এমনকি দিল্লীর সুলতান পর্যন্ত তাঁকে স্বপক্ষে রাখার জন্য উৎসুক থাকতেন।” যাই হোক, বিচক্ষণ বাবর তৎকালীন পরিস্থিতিতে রাজপুতদের গুরুত্ব যথাযথ উপলব্ধি করে তাদের সাথে মুঘলদের সুসম্পর্ক স্থাপনে ব্রতী হয়েছিলেন । সম্ভবতঃ বাবর যখন কাবুলে ছিলেন তখন তার সঙ্গে রানা সংঘের পত্রালাপ হয় । তবে বাবরকে তিনি ভারত আক্রমণ করতে আহ্বান করেছিলেন কিনা বলা কঠিন। সম্ভবতঃ ইব্রাহিমলোদীকে দুর্বল করার মানসে তিনি মুঘল - আফগান সংঘর্ষের কামনা

©rittik biswas

করেছিলেন। কিন্তু বাবর যেভাবে রাজ্য বিস্তারে প্রবৃত্ত হলেন তা স্বভাবতই তার মনঃপূত হয়নি । মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তাই মুসলমান ও রাজপুতদের সবকটি গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করা হয় । এক্ষেত্রে যুদ্ধ করা ছাড়া বাবরের সামনে অন্য কোন পথ ছিল না । তাই তিনি ধর্মের দোহাই দিয়ে , জাতিগত কর্তৃত্বের দোহাই দিয়ে এমনকি কোরান স্পর্শ করিয়ে মুঘল বাহিনীকে যুদ্ধজয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন । খানোয়ার প্রান্তরে এই যুদ্ধে রাজপুত - বাহিনী বাবরের কাছে পরাজিত হয়েছিল । এই জয়লাভের ফলে রাজপুতদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছিল , রাজপুত শক্তিসংঘ ভেঙে গিয়েছিল এবং ভারতে মুঘল - কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়েছিল ।

পরবর্তী সম্রাট হুমায়ুনকে রাজপুতদের বিষয়ে মাথা ঘামাতে হয়নি । খানুয়ার যুদ্ধের ধাক্কা সামলে রাজপুতরা তখনো ফিরে দাঁড়াতে পারে নি । কিন্তু অন্যান্য বাধার সামনে রাজপুত জাতির সহযোগিতা অর্জন করে মুঘল কর্তৃত্বকে সুদৃঢ় করার মতো দূরদৃষ্টি হুমায়ুনের ছিল না । তাই আফগানদের কাছ থেকে বিরাট বিরোধিতা আসা সত্ত্বেও হুমায়ুন রাজপুতদের সম্পর্কে নিস্পৃহ থেকে গিয়েছিলেন ।

পরবর্তী তথা শ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মুঘল রাজপুত সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট চরিত্র পেয়েছিল । রাজপুতদের প্রতি অস্বাভাবিক আবেগ সম্পন্ন হয়েই আকবর রাজপুত নীতি নির্ধারণ করেন নি অথবা রাজপুতদের শৌর্য , দেশাত্মবোধ বা মহানুভবতার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাও আকবরকে রাজপুত নীতি নির্ধারণে সহায়তা করে নি। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিদীপ্ত স্বার্থবোধ , চিন্তা প্রসূত দূরদৃষ্টি এবং রাজনৈতিক সচেতনতা আকবরকে রাজপুত নীতি নির্ধারণে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল । আকবর মসনদে বসার পর থেকেই বুঝেছিলেন যে , কেবলমাত্র মুসলমান কর্মচারীগণ এবং অন্যান্য বহিরাগত

©rittik biswas

বিশেষ ব্যক্তিগণের ওপর সর্বতোভাবে বিশ্বাস রাখা যুক্তিসঙ্গত হবে না । শাসনকালের প্রারম্ভেই আকবরকে রাজদরবারে এবং বাইরে নানা প্রকার বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়েছিল । শাহ আব্দুল মালিকের ঔদ্ধত্য , শাহ মনসুর খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা , বৈরাম খাঁর বিদ্রোহ , মাহম অনাঘার সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা , উজবেগ বিদ্রোহ প্রভৃতি আকবরকে যথেষ্ট চিন্তান্বিত করেছিল । সুতরাং , যে সকল ব্যক্তিদের ওপর মুঘল কর্তৃত্ব নির্ভর করত এবং যাদের সাহায্যে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য স্থায়ী হতে পারত তাদের নিয়েই আকবরের দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না । আত্মীয় কর্মচারীদের ক্রমাগত বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে আকবর ভারতবর্ষে রাজনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীর সাহায্য নেওয়ার কথা চিন্তা করেন ।

আকবরের সময়ে আফগান বিরোধিতাও উল্লেখযোগ্য ছিল । আফগানরা তাদের ক্ষমতা থেকে বিচ্যুতির জন্য মুঘলদেরই দায়ী করত । আফগান শাসকরা বাংলা , বিহার ও উড়িষ্যার প্রভাব বজায় রেখে শাসন করছিল । সুলতান আদিল শাহের পুত্র শের খাঁ বর্তমান উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে মুঘল কর্তিত্ব বিনাশ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন । এই সময় ভারতবর্ষীয় আফগানদের নেতৃত্ব দেন সুলেমান করবানী ।

রাজপুতদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে আকবর তার পূর্বসূরিদের অপেক্ষা দুরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন । আকবর রাজপুতদের বেছে নিয়েছিলেন কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় রাজপুতদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে । রাজপুতগণ শৌর্য - বীর্যে ছিল অদ্বিতীয় । পার্সিভ্যাল স্পীয়ার - এর ভাষায়: “ ব্রাহ্মণরা যদি হিন্দুধর্মের মানসিক শক্তি হয় , তাহলে রাজপুতরা ছিল তাদের দৈহিক শক্তি।” মূলতঃ এই কারণেই তিনি রাজপুতদের বন্ধুত্ব বেছে নেন আকবর। রাজপুতদের সাহায্য নিয়ে তিনি

©rittik biswas

মুঘল পার্শী , উজবেগ ও আফগান অভিজাত এবং অন্যান্য উদ্ধত রাজকর্মচারীদের প্রভাব খর্ব করতে চেষ্টা করেন । ড. এ. সি. ব্যানার্জী লিখেছেন : " দিল্লীর সুলতানদের মত এদের ধ্বংস করার পরিবর্তে এই মহান ও দূরদর্শী সম্রাট রাজপুতদের মুঘল সাম্রাজ্যের শক্ত ভিতে রূপান্তরিত করেন । "

আকবর রাজপুতদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় করতে কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করেছিলেন । রাজপুতদের সাথে মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে আকবরের প্রধান অস্ত্র ছিল বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন । ১৫৬২ খ্রীঃ আজমীর যাত্রার সময় আকবর অম্বরের রাজপুত রাজা বিহারীমল্লের আনুগত্য ও মিত্রতা লাভ করেন । মৈত্রীবন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য তিনি বিহারীমল্লের কন্যা মানবাঈকে বিবাহ করেন । এর দ্বারা ভারতীয় রাজনীতিতে এক নবযুগের সূচনা ঘটে । ড . বেণীপ্রসাদের ভাষায় " It symbolised the dawn of a new era in Indian politics . " বিকানীর ও জয়পুরের দুইজন রাজকন্যাকেও তিনি বিবাহ করেন । মণিবাঈ- এর এর গর্ভজাত সন্তান সেলিমের সাথে উদয় সিংহের কন্যা যোধাবাঈ- এর বিবাহ দিয়ে বৈবাহিক সম্পর্কের বন্ধনকে আরও প্রসারিত ও সুদৃঢ় করেন । এইসব সম্পর্কের পরিণাম হিসেবে তিনি বিহারীমল্ল , টোডরমল , মানসিংহ প্রমুখ রাজপুত বীরের যে সেবা লাভ করেছিলেন , তা তার সামরিক , অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ভিত্তিকে যথেষ্ট দৃঢ় করেছিল । রাজপুত রাজ্য মারওয়াড় দখল করার ফলে যোধপুরের মধ্য দিয়ে গুজরাটের সাথে যোগাযোগ সহজতর হয়েছিল । এর ফলে অল্পব্যয়ে মুঘল বাহিনী । গুজরাট অভিযান শুরু করতে পেরেছিল । অধিকাংশ রাজপুত রাজ্য মুঘলদের মিত্র থাকার ফলে , মুঘল বাহিনী দেশের অন্যান্য অংশে সর্বশক্তিসহ অভিযান চালাতে সক্ষম হয়েছিল । তবে তিনি যে , সকল ক্ষেত্রেই বিনাযুদ্ধে রাজপুতদের বিষয়ে সফল হয়েছিলেন একথা নিঃসন্দেহে

©rittik biswas

বলা যায় না । ১৫৬২ খ্রীঃ মালব , ১৫৬৮ খ্রীঃ রুনথম্ভোর , ১৫৭০ খ্রীঃ মাড়োয়ার , বিকানীর এবং জয়সলমীর রাজ্যের বিরুদ্ধে তাকে অস্ত্রধারণ করতে হয় । এইভাবে বেশ কিছু রাজপুত রাজ্য আকবরের অধীনে আসে । তবে মেবার দীর্ঘকাল আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধাবস্থা চালিয়ে যাচ্ছিল । অবশ্য এক সময় মেবারের রাজধানী চিতোরের পতন হয় । অপরাপর অঞ্চলগুলির মধ্যে প্রতাপগড়, ডুগারপুর ক্রমে আকবরের অধীনে আসে । তবে কখনোই সংকীর্ণ প্রতিহিংসাপরায়ণতা আকবরের মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে নি । তাই আকবর ঐ সকল রাজপুতদের বিরোধিতার কথা ভুলে মহানুভবতার পরিচয় দেন এবং তাদের অনেককেই প্রশাসনের বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করেন । তবে কোন ধর্মীয় ধ্যান - ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আকবর রাজপুতদের সঙ্গে মিত্রতা করেন নি। পূর্বসূরিদেরমতো আকবর সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাজপুতদের রাজনৈতিক ঐক্যকে বিচার করেন নি । তাই রাজপুত রাজ্যগুলি আক্রমণ করলেও তিনি কখনোই রাজপুতদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করেন নি। তাছাড়া আকবর রাজপুতদের তার সাম্রাজ্যের অংশীদার করে নেওয়ার ফলে সকল হিন্দু সম্প্রদায়ই মুঘল সাম্রাজ্যের অনুগত হয়ে পড়েছিল।

ভারতবর্ষে মুঘলদের রাজনৈতিক শত্রুর অভাব ছিল না । বিশেষতঃ আফগান জাতি তাদের ক্ষমতাচ্যুতির জন্য মুঘলদেরই দায়ী করত এবং সুযোগ আসামাত্রই তারা হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য ঐক্যবদ্ধ ভাবে ঝাপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল । এমতাবস্থায় ভারতের যোদ্ধাজাতি রাজপুতদের মিত্রতা এ সহযোগিতা মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিল । ভারতের অন্যতম শক্তিশালী এই জনগোষ্ঠীমুঘলের স্বপক্ষে থাকার ফলে মুঘল প্রশাসন ও সামরিক বিভাগ কিছুটা ভারমুক্ত মনে অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে দমন করার কাজে অধিক সময় ও শক্তি ব্যয় করতে

©rittik biswas

সক্ষম হয়েছিল। রাজপুত অশ্বারোহী বাহিনী মুঘলসেনাবাহিনীর সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে মুঘল বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল কয়েক গুণ বেশি । আকবরের সঙ্গে রাজপুতদের যে সহজ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল , তাতে মুঘলদের মতো রাজপুতদের লাভও নিতান্ত কম ছিল না । আকবরের আনুগত্য স্বীকার করে নেওয়ার ফলে রাজপুত রানারা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ রাজ্যের শাসনকাজ পরিচালনার সুযোগপেয়েছিলেন । তাদের কর্মদক্ষতা ও আনুগত্যের স্বীকৃতি হিসেবে রাজপুতদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। যেমন , অম্বরের ভগবান দাসকে লাহোরের যুগ্ম - শাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। মানসিংহ প্রথমে কাবুল এবং পরে বাংলা - বিহারের শাসনকর্তার পদ লাভ করেন। এইভাবে অন্যান্য রাজপুতদের আগ্রা , গুজরাট , আজমীর প্রভৃতি প্রদেশের শাসক নিযুক্ত করা হয় । বংশগত জায়গির ছাড়াও সাম্রাজ্যের দূর – দূরান্তে জায়গির প্রাপ্ত হওয়ার ফলে রাজপুত রানাদের অনেকেই বহু অর্থ সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন ।

সম্রাটের প্রিয়পাত্র ও আত্মীয়তার সূত্রে রাজপুতগণ মুঘল দরবারে সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হতে পেরেছিলেন । ফলে মুসলমান শাসনেও তাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল । ভগবান দাস , টোডরমল , মানসিংহ , জয়সিংহ প্রমুখ উচ্চ রাজকর্মচারী হিসেবে তাদের দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন । সর্বোপরি , রাজপুতদের প্রতি আকবরের এই সহজ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক উভয়ের পক্ষই ইতিবাচক ফল পেয়েছিল। ঐতিহাসিক টড্ এবিষয়ে যথার্থই বলেছেনঃ “ আকবর ছিলেন রাজপুতানার প্রথম সফল বিজেতা , যিনি সোনার শিকল দিয়ে গর্বিত রাজপুতদের বাঁধতে পেরেছিলেন । ”

©rittik biswas

মুঘলদের কর্তৃত্বের ধারণায় রাজপুত রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ব্যাপারটাকে অনেকটা Pax Mughalica বলা চলে যেখানে নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠিটা মুঘল কর্তৃপক্ষের হাতে ছিলছিল এবং তাদের কৃপাতেই দেশে এক প্রকার শান্তির শাসন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল । এর ফলে যে সমস্ত রাজপুত রাজা তাদের নিজ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র শাসনের দায়িত্ব পালন করতে যেতেন , তাদের এলাকায় শান্তি বজায় রাখার বিষয় নিয়ে ভাবতে হত না । সেখানকার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার সকল দায়িত্ব নিয়ে নিত মুঘল কর্তৃপক্ষ । তবে যেহেতু মুঘল কর্তৃত্বের এই ধারণায় সম্রাটকে রাজপুত রাজ্যের উত্তরাধিকার মনোনয়নের দিকটা তত্ত্বাবধান করতে হত , সেহেতু কোথাও - না - কোথাও সম্রাটের প্রতি রাজাদের যে অসন্তোষ জমা হচ্ছিল সেটা অনুমান করাই যায় । তবে রাজপুতদের সঙ্গে এধরনের সম্পর্ক গড়ে তোলা ও বজায় রাখার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বৃহত্তর ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি নিঃসন্দেহে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল । তাই এই নীতি পরবর্তীকালে যখন লঙ্ঘিত হয়েছিল তখন রাজপুতদের সঙ্গে মুঘলদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চাপান - উতোর দেখা দিয়েছিল। আকবরের আমলে রাজপুতদের সঙ্গে যে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তোলার নীতি পরিণতি লাভ করেছিল এবং তা পরিণত হয়েছিল মুঘল শাসনের এক অবিস্মরণীয় বৈশিষ্ট্যে যা পরেই অবশ্য তিক্ততায় পর্যবসিত হয় ।

<u>তথ্য সহায়তা</u>

মধ্যযুগের ভারত ২য় খন্ড – সতীশ চন্দ্র

মুঘল যুগে ভারত- জি. কে. পাহাড়ী

©rittik biswas